জগতকে জয় করার উপায়

১ যোহন ৫ অধ্যায় ১-৪ পদ

বিশ্বাসী আমরা কি জগতকে জয় করেছি? যোহনের লেখা সুসমাচার, পত্র বা প্রকাশিত বাক্যে 'জগৎ' বলতে ঈশ্বর ও তাঁর প্রজা তথা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে মনোভাব বা আচরণ কাজ করে চলেছে, তাকে বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, বিশ্বাসী হয়ে এই পৃথিবীর মাটিতে আমরা প্রতি মুহূর্তে এই জগৎ ও তার অধিপতি দিয়াবলের প্রলোভনে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রলুব্ধ হয়ে চলেছি। এখন, এই প্রলোভনের উপর জয় লাভ করার উপায় কী? ১ যোহন ৫:৪ পদে, যোহন লিখেছে, ***"যে জয় জগতকে জয় করেছে, তা এই, আমাদের বিশ্বাস।"*** আসুন, জগতকে জয় করার উপায় কী, তা দেখি।

১ যোহন ৪:৭ পদ থেকে বিশ্বাসীদের প্রতি ভালোবাসার যে আজ্ঞার কথা যোহন শুরু করেছিল, ৫:৪ পদ পর্যন্ত সেই ভালোবাসার আজ্ঞার সঙ্গে বাধ্যতার কথা যোহন ক্রমশ উল্লেখ করে চলেছে। কারণ, প্রকৃত খ্রীস্টীয় জীবন-যাপনের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হল, ভালোবাসার আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা। এই কথা বলতে গিয়ে যোহন ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে বিশ্বাস ও বাধ্যতার মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। শেষে এই বিশ্বাসকেই জগতকে জয় লাভের উপায় হিসাবে বর্ণনা করেছে।

১। <u>বিশ্বাস এবং প্রেম (১ পদ)</u>

১ পদে, যোহন লিখেছে, ***"যে কেউ বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীস্ট, সে ঈশ্বর থেকে জাত; এবং যে কেউ জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে।"*** ভালোবাসার আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার কথা বলতে গিয়ে যোহন এই কথা বলে শুরু করেছে, যে কেউ যীশু খ্রীস্টের বিষয় বিশ্বাসের সত্য স্বীকারোক্তি করে, সে ঈশ্বর থেকে জাত বা সে ঈশ্বরের সন্তান। ***"যীশুই সেই খ্রীস্ট"*** এই স্বীকারোক্তি হল খ্রীস্টবিশ্বাসের অন্যতম প্রধান মতবাদ। এই সত্য স্বীকারোক্তির দ্বারা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য ছিল স্পষ্ট (যোহন ৯:২২)। এখন, এই সত্য স্বীকারোক্তির বিষয় যোহন তার এই পত্রে ২:২২ পদে ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছে, যেখানে ***"ঈশ্বরের পুত্র"*** হিসাবে যীশুতে বিশ্বাসকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন, এই বিশ্বাসের দ্বারা যেহেতু একজন ঈশ্বর থেকে জন্ম লাভের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, সেইহেতু আমরা বিশ্বাসকে নতুন জন্মের পক্ষে চিহ্ন বলতে পারি (যেমন ভালোবাসা ও ধর্মাচরণকে নতুন জন্মের চিহ্ন বলা হয়েছে, ২:২৯, ৩:৯-১০)। ধরা যেতে পারে, যোহন যখন এইভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে নতুন জন্মের সম্পর্ককে তুলে ধরেছে, তখন যোহন ১:১২ পদ তার মাথায় ছিল, যেখানে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু যত লোক তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন।"*** অবশ্য যোহন এখানে, বিশ্বাসী কীভাবে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে জন্ম লাভ করে, সে বিষয়ে বলেনি; কিন্তু যোহন এখানে যে বিষয়ে উল্লেখ করেছে, তা হল, একজন ব্যক্তি পিতা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে যে ক্রমশ সম্পর্কের অধিকারী, তার পক্ষে সাক্ষ্য হল, সে যীশুই যে খ্রীস্ট, তা স্বীকার করে। এইভাবে, যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে বা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে জোর দেবার পেছনে কারণ হিসাবে আমরা যোহনের মণ্ডলীতে সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকদের অনুপ্রবেশের কথা চিন্তা করতে পারি, যারা যীশুর বিষয় খুবই নিচু ধারণার অধিকারী ছিল। অর্থাৎ, ভ্রান্তশিক্ষকদের বিপরীতে প্রকৃত বিশ্বাসী বা নতুন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীর উচিৎ যীশুকে মশীহ হিসাবে স্বীকারকারী বিশ্বাস-জীবন সর্বদা যাপন করা। যোহনের কাছে যীশুকে একাধারে ***'খ্রীস্ট'*** ও ***'ঈশ্বরের পুত্র'*** হিসাবে তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ যোহনের সুসমাচার লেখার উদ্দেশ্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে (যোহন ১৯:৩০-৩১)।

১ পদের শেষাংশে, যোহন একটি সাধারণ বিবৃতি দিয়ে বলেছে যে, যে কেউ জন্মদাতাকে ভালোবাসে, সে জন্মদাতা থেকে জন্মলাভকারী অন্যদেরও ভালোবাসে। এখন একজন বিশ্বাসী যেহেতু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর হল তার পিতা বা আধ্যাত্মিক

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

জন্মদাতা; আর সে যেহেতু তার জন্মদাতা পিতা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সেইহেতু সে তার পিতা ঈশ্বরের অন্যান্য সন্তানদেরও ভালোবাসবে, এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, এই কথার দ্বারা যোহন পুনরায় বিশ্বাসীদের মধ্যে একে অ্যনের প্রতি ভালোবাসার কথা পুনরায় উল্লেখ করেছে।

২। <u>সহবিশ্বাসীদের প্রতি</u> <u>প্রেম ও বাধ্যতা (২ পদ)</u>

অর্থাৎ, ১ পদের কথানুসারে, যারা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে বিশ্বাস করে, তারা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে নতুন জন্মের অধিকারী; এবং যারা সেই নতুন জীবনের অধিকার ভোগ করে, তারা একে অন্যকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসার বাস্তব প্রকাশ কী? এর উত্তর আমরা ২ পদে পাই, ***"এতে আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রেম করি, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করি।"*** হ্যাঁ, ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল পালনের দ্বারা আমরা যখন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রকাশ রাখব, তখনই কেবল আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের তথা আমাদের বিশ্বাসী ভাই-বোনদের ভালোবাসার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হব। যোহনের এই কথা আমাদের কানে একটু অদ্ভুৎ ঠেকতে পারে। কারণ যোহন সাধারণত এর ঠিক বিপরীতে যে কথা বলে থাকে, তা হল, বিশ্বাসী ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা হল পিতা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সত্য ভালোবাসার পক্ষে সাক্ষ্য ও প্রমাণ (৩:১৪-১৫; ১৭-১৯; ৪:২০)। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যোহন এখানে পুনরায় যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, অন্যদের প্রতি (ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি) বিশ্বাসীর ভালোবাসা ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার উপর স্থাপিত (৪;৮, ১৬, ১৯)। সহজ কথায়, এই দুই প্রকার প্রেমকে পৃথক করা যায় না (৪:১২); ঈশ্বরকে ভালোবাসার মধ্যে আমরা যেমন অন্যদের ভালোবাসব, ঠিক তেমনি অন্যদের ভালোবাসার মধ্যে আমরা ঈশ্বরকেও ভালোবাসব। কেবল তাই নয়, আমরা যখন ঈশ্বরকে সত্যিই ভালোবাসব, তখন আমরা তাঁর আজ্ঞা পালন করতেও ইচ্ছা করব। অর্থাৎ, আমরা যখন বাধ্যতা সহকারে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম প্রদর্শন করব, তখন আমরা তাঁর সন্তানদের প্রতিও আমাদের প্রেমকে স্বীকার করব। অর্থাৎ, ভ্রাতৃপ্রেম যেমন ঈশ্বরপ্রেমের পক্ষে প্রমাণ; ঈশ্বরপ্রেমও ভ্রাতৃপ্রেমের পক্ষে প্রমাণ। এখানে যদিও অন্যদের প্রতি এই প্রেমকে বিশ্বাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে (যারা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে জন্মলাভ করেছে), কিন্তু যোহনের চিন্তায় ও শিক্ষায় অন্যদের প্রতি বিশ্বাসীর এই প্রেম বিশ্বাসীদের গণ্ডির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় বলেই আমরা চিন্তা করতে পারি।

এখন, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই ভালোবাসা তাঁর আজ্ঞা পালনের দ্বারা প্রকাশ পেতে বাধ্য। ঈশ্বরের বাক্য বা আজ্ঞার প্রতি কেবল মনোযোগ দিলে হবে না, আমাদেরকে ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল পালন করতে হবে। এই কথার দ্বারা যোহন হয়ত তার মণ্ডলীর সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষার প্রভাব থেকে বিশ্বাসীদের রক্ষা করতে চেয়েছে, যে ভ্রান্তশিক্ষা *(Gnosticism or Anti-nomianism)* তাদের ব্যবহারিক জীবনে বাধ্যতা ও ভালোবাসার প্রকাশকে তেমন গুরুত্ব দিত না।

৩। <u>ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও বাধ্যতা (৩ পদ)</u>

৩ পদ হল ২ পদের পরিপূরক, ***"কারণ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করি; আর তাঁর আজ্ঞাসকল দুর্বহ নয়।"*** ভালোবাসা ও বাধ্যতা সম্বন্ধে ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল পালন করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় মনে করতে পারি যে, তা পালন করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যখন বিভিন্ন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তিনি এমন কথা বলেছিলেন, ***"আমি অদ্য তোমাকে এই যে আজ্ঞা দিচ্ছি, তা তোমার বোধের অগম্য নয়, এবং দূরবর্তীও নয়"*** (২ বিবরণ ৩০:১১); আবার, যীশু নিজে আমাদের বলেছেন, ***"আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু"*** (মথি ১১:৩০)। তাই, যোহন এখানে ঈশ্বরের আজ্ঞাসকলকে দুর্বহ নয় বলে, যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, সেই সকল আজ্ঞা পালন করা খুবই কঠিন নয়, তাই তাকে বোঝা বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। এ বিষয়ে আমরা যীশুর সময় ইহূদী অধ্যাপক বা ফরীশীদের কাজকে স্মরণ করতে পারি, যাদের সম্বন্ধে যীশু বলেছিলেন, ***"তারা ভারী দুর্বহ বোঝা বেঁধে লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আঙুল দিয়েও তা***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সরাতে চায় না'' (মথি ২৩:৪)। ফলস্বরূপ, যারা আধ্যাপক ও ফরীশীদের তৈরী সেই সমস্ত আজ্ঞাপালন করতে চেষ্টা করেছে, তারা তাদের জীবনে স্বাধীনতা বা সতঃস্ফূর্ত প্রেমের অভাব অনুভব করেছে। এর বিপরীতে, যোহন এখানে যে ঈশ্বরের বাক্য তথা আজ্ঞা পালনের কথা বলছে, তা দুর্বহ নয়; কারণ যারা তা পালন করতে চেষ্টা করে, তাদেরকে তিনি ক্ষমতা বা শক্তি যুগিয়ে থাকেন (৪ পদ)।

আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করতে হলে, বাধ্যতাকে আমাদের একটি পারিরিক শব্দ হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিশ্বাসী হিসাবে আমরা আমাদের প্রেমময় পিতার সেবা করছি এবং খ্রীস্টেতে আমাদের ভাই-বোনদের সাহায্য করছি। কারণ যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পরিবারে সদস্য হয়েছি, যে পরিবারে ঈশ্বর হলেন পিতা এবং অন্য বিশ্বাসীরা আমাদের ভাই-বোন। আমরা কেবল কথার দ্বারা আমাদের ঈশ্বর পিতার প্রতি আমাদের প্রেম প্রদর্শন করি না; কিন্তু আনন্দ সহকারে তাঁর আজ্ঞাসকল পালনের দ্বারাই আমরা তাঁকে ভালোবেসে থাকি। দাস হিসাবে তাঁর আদেশ মান্য করা নয়; কিন্তু সন্তান হিসাবে আমরা তাঁর আজ্ঞাসকল আনন্দের সঙ্গে পালন করে থাকি।

আনন্দ সহকারে তাঁর আজ্ঞাপালনের বাস্তব পরীক্ষা হল ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাব। কারণ, আমাদের জীবনের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছাসকল ঈশ্বর বাইবেলেই প্রকাশ করেছেন। একজন **অবিশ্বাসীর কাছে** বাইবেল হল এমন পুস্তক, যার কথা পালন করা কখনও সম্ভব নয়। একজন **দূর্বল বিশ্বাসীর কাছে** তা পালন করা কঠিন। কিন্তু **যে বিশ্বাসী তার জীবনে ঈশ্বরের নিখুঁত প্রেম অনুভব করেছে, তার কাছে** বাইবেল হল তার প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার চিঠি। কারণ এর মধ্যে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। তাই, বিশ্বাসীর কাছে ঈশ্বরের বাক্য বা আজ্ঞা পরম আনন্দের বিষয়, বিশ্বাসী আনন্দ সহকারে তা পালন করে থাকে। আমরা তাঁকে ভালোবাসি। আর এই ভালোবাসাই ভার লাঘব করে থাকে। রাহেলের প্রতি যাকোবের ভালোবাসাই আনন্দ সহকারে দাস্যকর্ম করতে শক্তি যুগিয়েছিল, *"এইভাবে যাকোব সাত বৎসর রাহেলের জন্য দাস্যকর্ম করল; রাহেলের প্রতি তার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক বৎসর তার কাছে এক এক দিন মনে হল''* (আদি ২৯:২০)।

এই কথার দ্বারা যোহন প্রেমের প্রতি বিশ্বাসীর ব্যবহারিক দিককেই নির্দেশ করেছে। জনসেবা বাদ দিয়ে ধর্মজীবন যেমন অবাস্তব; ধর্মজীবন বাদ দিয়ে জনসেবা তেমনই অনৈতিক। তাই, বিশ্বাসী সর্বদা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের দ্বারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে বাধ্য।

৪। <u>জগতের উপর জয় ও বিশ্বাস (৪ পদ)</u>

এখন, ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল কেন দুর্বহ নয়, তার উত্তর যোহন ৪ পদে দিয়েছে, *"কারণ যা কিছু ঈশ্বর থেকে জাত, তা জগতকে জয় করে; এবং যে জয় জগতকে জয় করেছে, তা এই, আমাদের বিশ্বাস।''* ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল দুর্বহ নয়, কারণ সত্য বিশ্বাসী প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং খ্রীস্টের বিজয়ের মাধ্যমে (রোমীয় ১২:২১) জগতের উপর জয়লাভ করতে পারে। সহজ কথায়, বিশ্বাসী যখন বিভিন্ন প্রলোভনের দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপনে বাধার সম্মুখীন হয়, তখন তা জয় করতে ঈশ্বরই তাকে ক্ষমতা যুগিয়ে থাকেন। যেহেতু, সে বিশ্বাসে ঈশ্বর থেকে জন্ম লাভ করেছে, এবং সেই বিশ্বাসে সে ঈশ্বরে জীবন যাপন করে চলেছে; সেইহেতু, জগতকে জয় করতে ঈশ্বরই তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা যুগিয়ে থাকেন। যে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের বিভিন্ন মিথ্যা ভাববাদীদের থেকে জয় দিয়েছেন (৪:৪), তিনিই আবার জগতের উপর জয়লাভ করতে বিশ্বাসীদের সক্ষম করে থাকেন। ৪ পদে, জয়ের জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল νίκη *(nike, nee-kay)*। বিশেষ্য হিসাবে এই শব্দ সমগ্র নতুন নিয়মে কেবল এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখানে এর অর্থ হল, জয় লাভ করতে উপায় বা ক্ষমতা।

এখন, এই ক্ষমতা কী? জগতের উপর বিজয় লাভের উপায় হল আমাদের বিশ্বাস। আমরা যখন আমাদের হৃদয়ে সত্য বিশ্বাস ধারণ করি, তখন তা জগতের উপর আমাদের জয় দিয়ে থাকে। যোহন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

১৬:৩৩ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, *"জগতে তোমরা ক্লেশ পাচ্ছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগতকে জয় করেছি।"* হ্যাঁ, খ্রীস্ট নিজে জগতের উপর যে জয় লাভ করেছেন, বিশ্বাসী যখন তাঁতে বিশ্বাসে পার্থিব জীবন কাটায়, তখন তার দ্বারাও জগতের উপর সেই জয় পুনরাবৃত্ত হয়। সহজ কথায়, যীশু যেহেতু ইতিমধ্যে জগতের উপর জয় লাভ করেছেন, সেইহেতু আমরা যখন তাঁতে বিশ্বাসে জীবন যাপন করি, তখন আমরাও জগতের উপর জয় লাভ করি। কারণ আমাদের শত্রু ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে। এখন, সেই পরাজিত শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের জয় উপভোগ করতে হলে, আমাদের প্রয়োজন শয়তানের উপর জয়লাভকারী যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস। অবিশ্বাসীরা যখন মন্দ শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব বলে মনে করে, বা দূর্বল বিশ্বাসীরা যখন প্রলোভনকে অপ্রতিরোধ্য জ্ঞান করে; তখন খ্রীস্টে দৃঢ় বিশ্বাস সেই অপ্রতিরোধ্য প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে থাকে। কারণ যীশু মৃত্যুর উপর জয় লাভ করেছেন।

১ পদ ও ৪ পদকে একসঙ্গে দেখে, আমরা বলতে পারি যে, যে কেউ বিশ্বাস করে যে যীশুই খ্রীস্ট, সে ঈশ্বর থেকে জাত; এবং যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত, সে জগতকে জয় করেছে। হ্যাঁ, যারা আধ্যাত্মিক নতুন জন্ম লাভ করেছে, তারাই কেবল জগতকে জয় করতে সক্ষম। এখানে জগত বলতে, নেতিবাচক অর্থে, ঈশ্বর ও মণ্ডলীর বিরুদ্ধে মনোভাব ও আচরণকে নির্দেশ করা হয়েছে। ঈশ্বর থেকে জন্ম লাভ করার কারণে বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে জয়ী। অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য হল জগতের উপর জয়লাভের জীবন। কারণ, ঈশ্বর থেকে জন্ম লাভ করার অর্থ, ঈশ্বরের বিজয়ে অংশগ্রহণ করা।

অবশ্য, এখানে 'বিশ্বাস' বলতে কেবল *'যীশুই যে খ্রীস্ট,'* এই বিবৃতির প্রতি মৌখিক স্বীকারোক্তি মাত্র নয়। যোহন এখানে তার পাঠকদের যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, বিশ্বাসী আমরা যখন এই স্বীকারোক্তি করি, তখন তার মানে, সেই স্বীকারোক্তির অর্থ মাথায় রেখে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। জগতে চলার পথে জগৎ যখন আমাদের মিথ্যা কথা বলার দ্বারা লাভের প্রলোভন দেখায়; তখন যীশুকে খ্রীস্ট বলে বিশ্বাস করার জীবনের অর্থ, যিনি সেই প্রতারক, তথা শয়তানকে বা জগতকে জয় করেছেন, তাঁর ক্ষমতায় আস্থা রেখে, সেই মিথ্যাকথা বলা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। মিথ্যা কথা না বলার কারণে হয়ত আমরা জাগতিক অর্থে কিছু ক্ষতিস্বীকার করলেও করতে পারি; কিন্তু যীশুতে প্রকৃত বিশ্বাস সেই ক্ষতিকে বড় করে দেখার পরিবর্তে, বিশ্বাসে যীশু খ্রীস্টের দ্বারা প্রকৃত বিজয়ের প্রতি প্রত্যাশা রাখে।

আজ আমরা যারা নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিই, তারা এই বাক্য থেকে আত্মসমীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি। জগৎ ও তার মন্দতার বিভিন্ন প্রলোভন যখন আমাদের ঘিরে ধরে, তখন কি আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী অভিজ্ঞতা লাভ করি, না-কি পদে পদে পতিত হই? আমাদের জীবন যদি এখনও ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তবে বুঝতে হবে, খ্রীস্টের প্রতি আস্থা ও নিশ্চয়তা প্রদর্শনে এখনও আমাদের ঘাটতি আছে। আমরা মুখে তাঁকে 'খ্রীস্ট' বলে বা 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু এখনও কেবল তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি; কিম্বা তাঁতে ক্রমশ বিশ্বাসের জীবন-যাপনে আমাদের ঘাটতি আছে। এখন, তাঁর প্রতি আমরা বিশ্বাস প্রদর্শন করে চলেছি কি-না, তা জানবার কি কোনও উপায় আছে? হ্যাঁ, আছে; আর সেই উপায়টি হল, আমরা কি ঈশ্বরের আজ্ঞাসকলের প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করছি? আর ঈশ্বরের সেই সমস্ত আজ্ঞার সারসংক্ষেপ হল ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাসীদের প্রতি প্রেম। আমরা কি ঈশ্বরকে ভালোবাসি? আমরা বিশ্বাসীদের ভালোবাসার মাধ্যমে যেমন ঈশ্বরকে ভালোবাসার পক্ষে সাক্ষ্য দিই; ঠিক তেমনই ঈশ্বরকে ভালোবাসার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের ভালোবাসার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। এই দুই ভালোবাসাকে পৃথক করা যায় না। আসুন, ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি ব্যাধ্যতা প্রদর্শনের দ্বারা, তাঁর আমাদের প্রেম তথা সত্য বিশ্বাসের দ্বারা জগতের উপর জয় লাভ করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)